পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্রের মাধ্যমে গিন্‌সবার্গ সমাজবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব ও সমাজদর্শনের পারস্পরিক সম্পর্ককে বুঝিয়েছেন। চিত্রটির মধ্যমণিরূপে সমাজতত্ত্ব বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে আর সমাজদর্শন তাদের বাস্তব সিদ্ধান্তগুলিকে আদর্শের প্রেক্ষিতে উচ্চতর সমন্বয়ের দিকে আকর্ষণ করে। কাজেই বলা যায় যে, সমাজদর্শনের স্থান সমাজতত্ত্বের অনেক ঊর্ধ্বে, কেননা তার কাজ হল উচ্চতর সমন্বয় সাধন। সমাজতত্ত্ব কখনও সমাজদর্শনের স্থান অধিকার করতে পারে না।

১.২ সমাজদর্শনের স্বরূপ
Nature of Social Philosophy

সমাজদর্শনের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে গিন্‌সবার্গ দুটি মুখ্য দিকের উল্লেখ করেছেন — (১) **বৈচারিক বা যৌক্তিক** (Critical or logical) এবং (২) **গঠনমূলক বা সমন্বয়মূলক** (Constructive or synthetic)[১]। **সমাজদর্শনের বৈচারিক দিকটিতে বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানগুলির** (Social Sciences) **পদ্ধতি ও সূত্রসমূহের বৈধতা ও সত্যতা বিচার করা হয়**; অর্থাৎ বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানগুলি যেসব পদ্ধতি ও নীতি অবলম্বন করে, তাদের যুক্তিযুক্ততা বা সত্যতা বিচার করাই হল এই দিকটির প্রধান কাজ। মানুষের সামাজিক আচার-আচরণ কি নির্দিষ্ট কতকগুলি বিধিবদ্ধ নিয়মের দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব, অথবা মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা থাকার জন্য, সামাজিক কোনো নিয়মই কি সার্বিক ও চিরস্থায়ী হতে পারে না?— এজাতীয় প্রশ্ন নিয়ে সমাজদর্শনের এই দিকটি (বৈচারিক দিকটি) আলোচনা করে। **সমাজদর্শনের দ্বিতীয় দিকটির অর্থাৎ গঠনমূলক দিকটির প্রধান কাজ হল, সামাজিক আদর্শের সত্যতা বিচার করা**, নৈতিক মূল্যের (ethical values) **দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক সমস্যাগুলির আলোচনা ও বিচার করা**। এই দুটি ভিন্ন দিকের প্রথম দিকটিতে বিজ্ঞানীর ও দ্বিতীয় দিকটিতে দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'সামাজিক অগ্রগতির' উল্লেখ করা যায়। সমাজদর্শনে 'সামাজিক অগ্রগতিকে' দুটি দিক থেকে আলোচনা করা হয় — সমাজবিজ্ঞানীর বস্তুনিষ্ঠ দিক থেকে এবং দার্শনিকের আদর্শনিষ্ঠ বা মূল্যনিরূপক দিক থেকে। প্রথমত সমাজ-পরিবর্তন সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ক'রে এবং দ্বিতীয়ত নৈতিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে সেসব পরিবর্তন ভাল অথবা মন্দ তা বিচার করে। প্রথম কাজটি বিজ্ঞানীর আর দ্বিতীয় কাজটি দার্শনিকের। বিজ্ঞানীর তথ্যনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি এবং দার্শনিকের আদর্শনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেই সমাজদার্শনিক সমাজের সমস্যাবলীর আলোচনা করেন।

একইভাবে, গিস্‌বার্ট বলেন যে, 'সমাজদর্শন নামটাই নির্দেশ করে যে, **সমাজদর্শন হল সমাজতত্ত্ব ও দর্শনের মিলনক্ষেত্র** এবং সেজন্য সমাজদর্শনকে জ্ঞানের উভয় শাখারই অন্তর্ভুক্তরূপে গণ্য করা যেতে পারে'।[২] গিন্‌সবার্গের ন্যায় গিস্‌বার্টও বলেন যে, সমাজদর্শন প্রথমত বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের মৌল নীতি ও ধারণাগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করে, এবং দ্বিতীয়ত কোন (নৈতিক) আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মূল্যায়ন বা মূল্য-বিচার করে। এই দুটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, গিস্‌বার্টের মতে, সমাজদর্শনের দুটি দিক আছে ঃ (১) **জ্ঞানগতদিক** (epistemological aspect) ও (২) **মূল্যসূচক বা আদর্শমূলকদিক** (axiological aspect)। সমাজ-জীবনের মৌলনীতি ও ধারণার আলোচনাই জ্ঞানগত দিকটির প্রধান কাজ, আর ঐসব নীতি ও প্রত্যয়সমূহের সত্যতা নির্ধারণ মূল্যসূচক দিকটির কাজ।

সমাজদর্শনের **জ্ঞানগত দিকটির আবার তিনটি বিভাগ আছে ঃ (ক) তাত্ত্বিক দিক** (ontological aspect), **(খ) সমালোচনামূলক দিক** (criterio-logical aspect) ও **(গ) সমন্বয়মূলক দিক** (synthetic aspect)। সমাজজীবনের প্রধান প্রধান নিয়ম ও ধারণাগুলির আলোচনা ও তাদের তাৎপর্য নির্ণয় করাই হচ্ছে সমাজদর্শনের তাত্ত্বিক কাজ। যেমন— 'মানুষ', 'সমাজ', 'ন্যায়পরায়ণতা', 'সুখ' বা 'আনন্দ' ইত্যাদি প্রত্যয়ের আলোচনা ও তাদের অর্থ স্পষ্টীকরণই **তাত্ত্বিক কাজ**। বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের স্বীকার্যসত্য, মৌল নিয়ম ও বিচার-বিশ্লেষণ

---

১. 'Social Philosophy consists of two parts, critical or logical, and constructive or synthetic'. Sociology. Ginsberg. P. 26.

২. 'Social Philosophy, as the very name indicates, is the meeting point of sociology and philosophy, and may equally belong to both branches of knowledge'. Fundamentals of Sociology. Gisbert. P. 26.

১.২. সমাজদর্শনের স্বরূপ
Nature of Social Philosophy

সমাজদর্শনের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে গিন্‌সবার্গ দুটি মুখ্য দিকের উল্লেখ করেছেন — (১) **বৈচারিক বা যৌক্তিক** (Critical or logical) এবং (২) **গঠনমূলক বা সমন্বয়মূলক** (Constructive or synthetic)[১]। **সমাজদর্শনের বৈচারিক দিকটিতে বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানগুলির** (Social Sciences) **পদ্ধতি ও সূত্রসমূহের বৈধতা ও সত্যতা বিচার করা হয়;** অর্থাৎ বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানগুলি যেসব পদ্ধতি ও নীতি অবলম্বন করে, তাদের যুক্তিযুক্ততা বা সত্যতা বিচার করাই হল এই দিকটির প্রধান কাজ। মানুষের সামাজিক আচার-আচরণ কি নির্দিষ্ট কতকগুলি বিধিবদ্ধ নিয়মের দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব, অথবা মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা থাকার জন্য, সামাজিক কোনো নিয়মই কি সার্বিক ও চিরস্থায়ী হতে পারে না?— এজাতীয় প্রশ্ন নিয়ে সমাজদর্শনের এই দিকটি (বৈচারিক দিকটি) আলোচনা করে। **সমাজদর্শনের দ্বিতীয় দিকটির অর্থাৎ গঠনমূলক দিকটির প্রধান কাজ হল, সামাজিক আদর্শের সত্যতা বিচার করা, নৈতিক মূল্যের** (ethical values) **দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক সমস্যাগুলির আলোচনা ও বিচার করা।** এই দুটি ভিন্ন দিকের প্রথম দিকটিতে বিজ্ঞানীর ও দ্বিতীয় দিকটিতে দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'সামাজিক অগ্রগতির' উল্লেখ করা যায়। সমাজদর্শনে 'সামাজিক অগ্রগতিকে' দুটি দিক থেকে আলোচনা করা হয় — সমাজবিজ্ঞানীর বস্তুনিষ্ঠ দিক থেকে এবং দার্শনিকের আদর্শনিষ্ঠ বা মূল্যনিরূপক দিক থেকে। প্রথমত সমাজ-পরিবর্তন সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ক'রে এবং দ্বিতীয়ত নৈতিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে সেসব পরিবর্তন ভাল অথবা মন্দ তা বিচার করে। প্রথম কাজটি বিজ্ঞানীর আর দ্বিতীয় কাজটি দার্শনিকের। বিজ্ঞানীর তথ্যনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি এবং দার্শনিকের আদর্শনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেই সমাজদার্শনিক সমাজের সমস্যাবলীর আলোচনা করেন।

একইভাবে, গিস্‌বার্ট বলেন যে, 'সমাজদর্শন নামটাই নির্দেশ করে যে, **সমাজদর্শন হল সমাজতত্ত্ব ও দর্শনের মিলনক্ষেত্র** এবং সেজন্য সমাজদর্শনকে জ্ঞানের উভয় শাখারই অন্তর্ভুক্তরূপে গণ্য করা যেতে পারে'।[২] গিন্‌সবার্গের ন্যায় গিস্‌বার্টও বলেন যে, সমাজদর্শন প্রথমত বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের মৌল নীতি ও ধারণাগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করে, এবং দ্বিতীয়ত কোন (নৈতিক) আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মূল্যায়ন বা মূল্য-বিচার করে। এই দুটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, গিস্‌বার্টের মতে, সমাজদর্শনের দুটি দিক আছে : **(১) জ্ঞানগতদিক** (epistemological aspect) ও **(২) মূল্যসূচক বা আদর্শমূলকদিক** (axiological aspect)। সমাজ-জীবনের মৌলনীতি ও ধারণার আলোচনাই জ্ঞানগত দিকটির প্রধান কাজ, আর ঐসব নীতি ও প্রত্যয়সমূহের সত্যতা নির্ধারণ মূল্যসূচক দিকটির কাজ।

সমাজদর্শনের **জ্ঞানগত দিকটির আবার তিনটি বিভাগ আছে : (ক) তাত্ত্বিক দিক** (ontological aspect), **(খ) সমালোচনামূলক দিক** (criterio-logical aspect) ও **(গ) সমন্বয়মূলক দিক** (synthetic aspect)। সমাজজীবনের প্রধান প্রধান নিয়ম ও ধারণাগুলির আলোচনা ও তাদের তাৎপর্য নির্ণয় করাই হচ্ছে সমাজদর্শনের তাত্ত্বিক কাজ। যেমন— 'মানুষ', 'সমাজ', 'ন্যায়পরায়ণতা', 'সুখ' বা 'আনন্দ' ইত্যাদি প্রত্যয়ের আলোচনা ও তাদের অর্থ স্পষ্টীকরণই **তাত্ত্বিক কাজ**। বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের স্বীকার্যসত্য, মৌল নিয়ম ও বিচার-বিশ্লেষণ

---

১. 'Social Philosophy consists of two parts, critical or logical, and constructive or synthetic'. Sociology. Ginsberg. P. 26.

২. 'Social Philosophy, as the very name indicates, is the meeting point of sociology and philosophy, and may equally belong to both branches of knowledge'. Fundamentals of Sociology. Gisbert. P. 26.

পূর্বক তাদের সিদ্ধান্তগুলির সত্যতা নির্ধারণ হচ্ছে সমাজদর্শনের **সমালোচনামূলক কাজ;** আর সমাজদর্শনের **সমন্বয়মূলক কাজ** হল, বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে নিজের সিদ্ধান্তের সমন্বয়সাধন করা। অবশ্য সমাজতত্ত্বেও (Sociology) বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের ফলাফলগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়; কিন্তু ঐ সমন্বয় সমাজদর্শনের উন্নত পর্যায়ের সমন্বয় নয়। সমাজতত্ত্বে **বাস্তব অভিজ্ঞতার** ওপর নির্ভর করে ফলাফলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়, আর সমাজদর্শনে তা করা হয় **উচ্চতর আদর্শ বা মূল্যের বিচারে,** অর্থাৎ সমাজ-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত বা ফলাফলগুলির তাৎপর্য ও মূল্য নির্ধারণ ক'রে তাদের মধ্যে এক চূড়ান্ত সামঞ্জস্য নির্ধারণের চেষ্টা করে সমাজদর্শন। সমাজদর্শন যে প্রকার সমন্বয় সাধন করতে চায় তা সমাজতত্ত্বের সমন্বয় অপেক্ষা উচ্চ-পর্যায়ের।

'সমাজদর্শনের মূল্যসূচক দিকটির কাজ হল, সমাজজীবনের পরমমূল্যকে নির্ধারণ করা এবং তাকে লাভ করার জন্য পথ বা উপায় নির্ধারণ করা'।[১] নৈতিক মূল্যের (ethical value) সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষা করেই সমাজদর্শন সমাজজীবনের চরমমূল্যটি নির্ধারণ করতে চায়। সুপ্রতিষ্ঠিত নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে কিভাবে সমাজকল্যাণকে লাভ করা যেতে পারে, সমাজদর্শনের মূল্যসূচক দিকটির সেটাই প্রধান আলোচ্য বিষয়।

মুখ্যত এই মূল্যসূচক দিকটির জন্যই সমাজদর্শনকে সমাজবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব থেকে স্বতন্ত্ররূপে গণ্য করা হয়। সমাজবিজ্ঞান, এমনকি সমাজতত্ত্বেও, লক্ষ্যলাভের **উপায়ই** (means) হচ্ছে প্রধান আলোচ্য বিষয়; কিন্তু **লক্ষ্যকে** (end) বাদ দিয়ে কেবল উপায়ের আলোচনা মানুষের জীবনে অর্থবহ ও ফলপ্রসূ হতে পারে না। মানুষের সামাজিক জীবনকে অর্থবহ ও ফলপ্রসূ করার জন্যই সমাজ-বিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব-অতিরিক্তভাবে সমাজদর্শনের প্রয়োজনীয়তাকে তাই অস্বীকার করা যায় না।

১.৩. সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয় বা পরিধি
The Scope of Social Philosophy

সমাজতত্ত্বের (Sociology) সঙ্গে সম্বন্ধ নির্দেশ করে সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয় উল্লেখ করা সহজ হয়। **সমাজতত্ত্বের পরিধি যতটা ব্যাপক সমাজদর্শনের পরিধি বা আলোচনাক্ষেত্র ততটা ব্যাপক নয়।** সমাজতত্ত্বে সমাজ সম্বন্ধীয় সকল কিছুই— তার উৎপত্তি ও বিকাশ, আইন-কানুন, প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি, মানুষের ভাবা, অনুভূতি, চিন্তা ইত্যাদি সকল কিছুই আলোচিত হয়। সমাজদর্শনের পরিধি এমন ব্যাপক নয়, কেননা সমাজের আদর্শ কি হওয়া উচিত এবং সেই আদর্শকে কিভাবে লাভ করা যায় তা নির্ধারণ করাই হচ্ছে সমাজদর্শনের মুখ্য কাজ। ম্যাকেঞ্জি তাই বলেন, **'বিভিন্ন বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের যে প্রকার পার্থক্য, সমাজতত্ত্বের অন্তর্গত বিভিন্ন সামাজিক-বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজদর্শনেরও সেই প্রকার পার্থক্য'।**[২]

বিজ্ঞান হল তথ্য-পঞ্জিকা। এক একটি বিজ্ঞান এক এক জাতের তথ্যের বর্ণনা দেয়। বিজ্ঞানের কাজ হল, তথ্য বা ঘটনা **'কি ভাবে'** ঘটে তার বর্ণনা করা, কিন্তু **'কেন'** ঘটে তা অনুসন্ধান করা নয়। যেমন, জীববিদ্যায় এটাই বর্ণনা করা হয় যে, ক্রম-পরিবর্তনের পথ ধরে 'কিভাবে' এককোষী জীব এ্যামিবা মানুষে উন্নীত হয়েছে ; 'কেন', 'কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য', সরল ও অনুন্নত এককোষী জীব এ্যামিবা ক্রমশঃই জটিল ও উন্নততর অবস্থার দিকে ধাববান হয়েছে— এজাতীয় প্রশ্ন বিজ্ঞানের আলোচ্য নয়। কিন্তু তথ্যের সঙ্গে মূল্যকে যুক্ত না করলে, 'কিভাবে ঘটে' প্রশ্নের সঙ্গে 'কেন ঘটে' প্রশ্নটি যুক্ত না হলে, অর্থাৎ বাস্তব তথ্যের সঙ্গে মূল্য ও তাৎপর্য যুক্ত না হলে কোন আলোচনাই সম্পূর্ণ হতে পারে না। এজন্যই প্রয়োজন দার্শনিক আলোচনার। **দর্শন কেবল তথ্যের বর্ণনাই দেয় না, তথ্য-সমুদয়ের মূল্যায়নও করে। এই মূল্য বা আদর্শগত বিচারের জন্যই সমাজদর্শনকে সমাজতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞান থেকে ভিন্ন করা যায়।** সমাজের পরিবর্তন কিভাবে হয়েছে, আদিম মানবসমাজ

১. 'In its axiological aspect social philosophy deals with the ultimate values of social life and the means of attaining them'. Ibid.

২. 'It (Social Philosophy) differs from special branches of sociology ..... in the way in which philosophy in general is distinguished from the particular sciences'. Outlines of Social Philosophy. Mackenzie. P. 13.

ইতিহাসের সরণী বেয়ে কিভাবে আজকের সমাজে উন্নীত হয়েছে, তার রাজনীতি, অর্থনীতি, রীতিনীতি, ইত্যাদি কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, সমাজতত্ত্ব সেসবের এক তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ দিলেও, সমাজ-পরিবর্তনের অর্থ কি, কেন সমাজের পরিবর্তন হয়, কি সেই পরিবর্তনের **লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য**— সমাজতত্ত্ব এসব নির্ধারণ করতে পারে না। সমাজদর্শন সমাজের উৎপত্তি ও বিকাশের, তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন দিকের পরিবর্তন ও বিবর্তনের অর্থ নির্ধারণ করে, সমাজকল্যাণের প্রেক্ষিতে তাদের মূল্য নির্ধারণ করে। **সমাজ কেমন ছিল বা কেমন হয়েছে — এ-জাতীয় তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা সমাজতত্ত্বের এবং এসবের তাৎপর্য ও মূল্য নির্ধারণই হচ্ছে সমাজদর্শনের কাজ**। সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়গুলিই মূল্য বা তাৎপর্যের দিক থেকে সমাজদর্শনে আলোচিত হয়। সমাজতত্ত্ব ও সমাজদর্শনের মধ্যে পার্থক্য বিষয়গত নয়, তা কেবল দৃষ্টিভঙ্গিগত। সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়গুলিকে সংক্ষেপে এভাবে উল্লেখ করা যায় :

(১) 'ব্যক্তি', 'সমাজ' প্রভৃতি প্রত্যয়গুলির অর্থ নির্ধারণ ক'রে সমাজদর্শন তাদের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক নির্ধারণ করতে চায়। মানব-সমাজে 'ব্যক্তি' মুখ্য অথবা 'সমাজ' মুখ্য? ব্যক্তির জন্য সমাজ অথবা সমাজের জন্য ব্যক্তি? সমাজদর্শন এজাতীয় জটিল প্রশ্নের সমাধান করতে চায়। এ-প্রসঙ্গে সমাজ ও ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে যেসব মতবাদ সমাজে প্রচলিত আছে, যথা— ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, সেসব সমাজদর্শনের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়।

(২) 'সমাজ হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের নানাবিধ সম্বন্ধের এক জটাজাল-বিশেষ'। কাজেই, সমাজকে জানতে হলে ঐ বহু-বিচিত্র সামাজিক সম্বন্ধকে জানতে হয়। পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক সামাজিক সম্পর্ক। তেমনি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, ধর্মীয়, ব্যবসায়িক সম্পর্ক সামাজিক সম্পর্ক। **সমাজদর্শন এসব বহু-বিচিত্র সামাজিক সম্পর্কের তাৎপর্য নির্ধারণ করতে চায়।**

(৩) সমাজকে জানতে হলে সমাজের অন্তর্গত **বিভিন্ন সংগঠন** (association) **ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানকে** (institution) জানতে হয়। সমাজতত্ত্বে এসবের আলোচনা হলেও সেই আলোচনা তথ্যনিষ্ঠ, আদর্শনিষ্ঠ বা মূল্য-নির্ধারক নয়। বিভিন্ন সংঘ ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের — পরিবার, সম্প্রদায়, রাষ্ট্র প্রভৃতি সংঘের, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও আদর্শ কি হওয়া উচিত সমাজদর্শন তা নির্ধারণ করতে চায়।

(৪) 'সামাজিক অগ্রগতি' (Social progress) **সমাজদর্শনের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত**। 'সমাজের অগ্রগতি' বলতে কি বোঝায়? সামাজিক অগ্রগতির বৈশিষ্ট্য ও মানদণ্ড কি? সমাজের পরিবর্তনমাত্রই কি অগ্রগতির সূচক? —এসব প্রশ্ন সমাজদর্শনে আলোচিত হয়। এ প্রসঙ্গে **'সভ্যতা ও সংস্কৃতিও'** (civilisation and culture) **সমাজদর্শনের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়**। সভ্যতার লক্ষণ ও সংস্কৃতির লক্ষণ কি ভিন্ন ভিন্ন অথবা অভিন্ন?— এ প্রশ্ন সমাজদর্শনের।

(৫) সমাজে মানুষের জীবনের এক বিশেষ দিক হচ্ছে **ধর্ম**। ব্যক্তি তথা সমাজের ওপর ধর্মের প্রভাব অপরিসীম। **সমাজদর্শন সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ম নিয়ে আলোচনা করে**। ধর্মের সামাজিক মূল্য কী? সমাজজীবনে ধর্মের প্রভাব কতটা? ধর্ম কি সমাজজীবনে সংহতির কারণ হয় অথবা তা বিভেদ সৃষ্টি করে? সমাজে ধর্মীয় আচরণ কেমন হওয়া উচিত? সমাজকল্যাণের জন্য ধর্মের প্রয়োজনীয়তা আছে অথবা নেই?— ইত্যাদি প্রশ্ন সমাজদর্শনে আলোচিত হয়।

(৬) সামাজিক ব্যাধির (Social pathology) **আলোচনা সমাজদর্শনের অন্তর্ভুক্ত**। ব্যক্তির ন্যায় সমাজজীবনের যেমন একটা সুস্থ ও সবল দিক আছে, তেমনি আবার ব্যাধিগ্রস্ত দুর্বল দিকও আছে। মিথ্যাচার, ব্যভিচার, শঠতা, প্রবঞ্চনা, নরহত্যা, গণিকাবৃত্তি, চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি সামাজিক অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সমাজ ব্যাধিগ্রস্ত ও দুর্বল হয়। এই ব্যাধি নিরাময়ের জন্য অপরাধীর শাস্তি-বিধানের প্রয়োজন হয়। **সমাজদর্শনে যেমন সমাজ-ব্যাধির আলোচনা করা হয় তেমনি সঠিক শাস্তি-ব্যবস্থা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়।**

স্পষ্টতই, সমাজদর্শনের আলোচনা-ক্ষেত্র সমাজতত্ত্বের আলোচনা-ক্ষেত্রের মতো ব্যাপক না হলেও তা নিতান্ত সীমিত নয়।

১.৪. সমাজদর্শনের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা
Importance of Social Philosophy

মানুষের জ্ঞানস্পৃহা থেকে যেমন বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়েছে তেমনি দর্শনেরও উৎপত্তি হয়েছে। মানুষের জীবনে তাই বিজ্ঞানের যেমন প্রয়োজন, দর্শনেরও তেমনি প্রয়োজন। মানুষ যে পরিবেশে বসবাস করে, তাকে সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানতে চায়। পরিবেশ জড় হতে পারে, আবার প্রাণময় বা মনোময় হতে পারে। জড় পরিবেশকে জানার প্রচেষ্টা থেকে জড়-বিজ্ঞান (material science), প্রাণময় পরিবেশকে জানার প্রচেষ্টা থেকে জীব-বিজ্ঞানের (life-science) এবং মনোময় পরিবেশকে জানার প্রচেষ্টা থেকে সমাজ-বিজ্ঞানের (social science) উৎপত্তি হয়েছে।

এইসব বিভিন্ন বিজ্ঞানের মধ্যে, মানুষের জীবনে, সমাজ-বিজ্ঞানের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ— এমন বললে অত্যুক্তি হয় না যে মানুষের কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি আকর্ষণীয় মানুষই, কেননা মানুষের সঙ্গে নানাবিধ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে সে বসবাস করে, মানুষের সঙ্গে যুক্ত হয়েই তার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা, ভালোবাসা-বিদ্বেষ, মান-অভিমান, বন্ধুত্ব-শত্রুতা— এক কথায় তার সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা।

কাজেই, মানুষের কাছে 'মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক' অর্থাৎ সমাজই সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বিষয়রূপে গ্রাহ্য হয়েছে এবং একে একে বিভিন্ন সমাজ-বিজ্ঞানের এবং তাদের মধ্যে সংগতি-সাধক সমাজতত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানের মতো সমাজতত্ত্বও সমাজের তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা। কিন্তু তথ্যের ঠাস-বুনুনিতে মানুষের জ্ঞানস্পৃহা চরিতার্থ হতে পারে না। মানুষ ঐসব তথ্যের — পরিবার, সংঘ, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির — অর্থ জানতে চায়, তাৎপর্য অনুসন্ধান করে। এজন্যই প্রয়োজন হয় ঐসব তথ্যের মূল্য-বিচারের অর্থাৎ সমাজদর্শনের। সমাজের আলোচনায় তাই সমাজদর্শনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। মানুষের সমাজ-জীবনের আদর্শকে নিরূপণ করার জন্য, সমাজস্থ সকল মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনের জন্য, সমাজদর্শনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না।

সমাজের দর্শন-সম্মত আলোচনা যদিও অতি সাম্প্রতিককালের, যদিও সেই আলোচনা এযাবৎ কোন সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করতে পারেনি, তথাপি আশা করা যায় যে, দার্শনিক মানোভাবাপন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও সমাজতাত্ত্বিকদের সযত্ন প্রয়াসের ফলে অদূর ভবিষ্যতে সমাজের দর্শনসম্মত আলোচনা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হবে এবং সমাজ-বিজ্ঞানের মতো সমাজদর্শনও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

সমাজদর্শনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আপত্তি
Objection concerning the possibility of Social Philosophy :

অনেকে অবশ্য সমাজদর্শনকে 'অসম্ভব' বলে তার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন। এদের মতে, সমাজবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব সম্ভব হলেও সমাজদর্শন সম্ভব নয়। সমাজদর্শন সামাজিক বিজ্ঞানের প্রত্যয় ও বিষয়সমূহের তাৎপর্য ও মূল্য নির্ধারণ করতে চায়। মূল্যবিচার (evaluation) ব্যক্তি-সাপেক্ষে। মূল্য নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের অনুভূতির ওপর, তার তৃপ্তি-অতৃপ্তি,সন্তোষ-অসন্তোষ, পছন্দ-অপছন্দ জাতীয় মনোভাবের ওপর। কাজেই মূল্য-বিচার ব্যাপারটি একান্তভাবে ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তিগত-অনুভূতি-নির্ভর যে মূল্য-বিচার তাকে কখনই সার্বত্রিক (universal)- রূপে গ্রহণ করা যায় না। সমাজ সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনাকে একারণে সর্বজনগ্রাহ্য আলোচনারূপে গ্রহণ করা যায় না; অর্থাৎ সমাজদর্শন সম্ভব নয়।

সমাজদর্শনের বিরুদ্ধে আপত্তিটি যুক্তিযুক্ত হতে পারেনি। অভিযোক্তারা তথ্য ও মূল্যকে দুটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন বিষয়রূপে গণ্য ক'রে এবং মূল্য-বিচারকে একান্তভাবে ব্যক্তিগতরূপে গণ্য ক'রে সঠিক কাজ করেননি। প্রকৃতপক্ষে, তথ্য এবং মূল্য বা আদর্শ অচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। **তথ্যকে বাদ দিলে মূল্য যেমন শূন্যগর্ভ তেমনি মূল্যকে বাদ দিয়ে তথ্য নেহাতই অর্থহীন।** সমাজবিজ্ঞানী ও সমাজতাত্ত্বিকও তাঁদের তথ্যের আলোচনায় মূল্যকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করতে পারেন না। সমাজবিজ্ঞানী যখন সমাজস্থ মানুষের কতকগুলি আচরণকে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি ব্যবস্থাকে অনুমোদন করেন এবং কতকগুলি আচরণ ও সামাজিক ব্যবস্থাকে অননুমোদন করেন, তখন

প্রচলিত কোন সামাজিক মূল্যবোধের প্রেক্ষিতেই তা করা হয়; অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞানী তথ্যের আলোচনায় মূল্যকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করতে পারেন না।

বিধি-শাসিত সমাজে মানুষের ভাবনা-চিন্তা, ক্রিয়াকর্ম, জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে, কতকগুলি মৌল মূল্যবোধের দ্বারা যে নিয়ন্ত্রিত হয়— একথা সমাজবিজ্ঞানী বা সমাজতাত্ত্বিক অস্বীকার করতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে, সমাজবদ্ধ মানুষের কাছে সামাজিক মূল্য একান্তভাবে ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়— **সমাজের মৌল মূল্যবোধগুলি ব্যক্তিগত অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল নয়— সমাজের মূল্যবোধরূপে সেসব ব্যক্তি-নিরপেক্ষ।** সমাজের আলোচনায় সমাজবিজ্ঞানী তাই মূল্যকে অস্বীকার করেন না, যদিও ঐ মূল্যবোধ যাতে তথ্যনিষ্ঠ বিবরণকে তেমন প্রভাবিত করতে না পারে, এই ব্যাপারে তিনি সতর্ক থাকেন। **সমাজবিজ্ঞানী মূল্যবোধকে যথাসম্ভব পরিহার করে সামাজিক বিষয়সমূহের আলোচনা করেন, আর সমাজদার্শনিক সামাজিক মূল্য বা আদর্শের মানদণ্ডে সামাজিক বিষয়সমূহের বিচার করেন।** তথ্যনিষ্ঠ সমাজ-বিজ্ঞানকে 'সম্ভব' বললে আদর্শনিষ্ঠ সমাজদর্শনকেও 'সম্ভব' বলতে হয়, এবং আরও বলতে হয় যে— মানুষের জীবনে সমাজবিজ্ঞানের মতো সমাজদর্শনেরও প্রয়োজনীয়তা আছে।

১.৫. সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শন
Social Philosophy and Political Philosophy

সমাজতত্ত্বের সঙ্গে যেমন সমাজদর্শনের পার্থক্য, রাষ্ট্রতত্ত্বের সঙ্গে তেমনি রাষ্ট্রদর্শনের পার্থক্য। সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনার পূর্বে এজন্য সমাজতত্ত্ব বা সামাজিক মতবাদ (Sociology or Social theory) এবং রাষ্ট্রতত্ত্ব বা রাজনৈতিক মতবাদের (political theory) কিছুটা আলোচনা প্রয়োজন।

সমাজের বিভিন্ন ঘটনা বা অবস্থার অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে যেসব মতবাদের উদ্ভব হয়, সেসব হল সমাজতত্ত্ব বা সামাজিক মতবাদ (Social theory)। তেমনি রাষ্ট্রের বিভিন্ন ঘটনা বা অবস্থার অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে যেসব মতবাদের উদ্ভব হয়, সেসব হল রাষ্ট্রতত্ত্ব বা রাজনৈতিক মতবাদ (political theory)। অভিজ্ঞতা-নির্ভর বা তথ্যবাচক(factual) হওয়ার জন্য এসব মতবাদ হল **বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ** (Scientific theory)। কাজেই বলা চলে যে, **সমাজবিজ্ঞানীর আলোচ্য বিষয় হল বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক মতবাদ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর আলোচ্য বিষয় হল বিজ্ঞানসম্মত রাজনৈতিক মতবাদ।** বিভিন্ন সামাজিক মতবাদকে কেন্দ্র করে যেমন গড়ে ওঠে একাধিক সমাজবিজ্ঞান (Social sciences), তেমনি বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে একাধিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান (political sciences or politics)। এভাবেই সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পার্থক্য করা হয়।

তবে, অধ্যাপক রাফেল (Raphael) উপরিউক্ত পার্থক্যকে যথাযোগ্য বলেন না।* রাফেলের মতে **'সমাজ' শব্দটি 'রাষ্ট্র' শব্দ অপেক্ষা অনেক বেশি ব্যাপক। ব্যাপক অর্থে 'সামাজিক' (social) বলতে বোঝায় 'সমাজস্থ মানুষের সবরকম ক্রিয়াকর্ম, যার মধ্যে রাজনৈতিক আচার-আচরণও অন্তর্ভুক্ত।** কাজেই সামাজিক সংগঠন, যথা—পরিবার, ধর্মীয়, শিক্ষামূলক সংগঠন যেমন সামাজিক, রাজনৈতিক, বা অর্থনৈতিক সংগঠনও তেমনি সামাজিক। এসব বিষয়কে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে এক একটি বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ—**সমাজবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান (যেখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্গত)।** এসব বিজ্ঞানসম্মত মতবাদের লক্ষ্য হল, সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনাবলীকে কোন এক বা একাধিক সূত্রের মাধ্যমে **ব্যাখ্যা দেওয়া** (explanation)।

প্রকৃতপক্ষে, **পদ্ধতিগতভাবে, সমাজবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে প্রাকৃত বিজ্ঞানের** (Natural Sciences)—**ভৌত বিজ্ঞান বা জীববিজ্ঞানের তেমন কোন প্রভেদ নেই।** প্রাকৃত বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল বিশেষ বিশেষ ঘটনার অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে এমন এক সূত্র প্রণয়ন করা যার দ্বারা সেইসব বিশেষ বিশেষ ঘটনার ব্যাখ্যা সম্ভব হতে পারে।

---

* Problems of Political Philosophy. P. 1-2. D.D. Raphael.

সমাজবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানও একইভাবে সমাজের মানুষের বিশেষ বিশেষ আচার-আচরণের ওপর নির্ভর করে এমন কোন সূত্র প্রণয়ন করতে চায় যার মাধ্যমে সমাজস্থ মানুষের ঐসব আচার আচরণকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বিষয়ের ব্যাখ্যায় সমাজবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিয়মগুলি জড়বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের নিয়মের সমতুল্য না হলেও, তাদের প্রকল্পরূপে (hypothesis) গ্রহণ করে, বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের মতো, যাচাই করা সম্ভব হতে পারে। বৈজ্ঞানিক প্রকল্পকে, পরীক্ষানিরীক্ষার দ্বারা যাচাই ক'রে যেমন গ্রহণ অথবা বর্জন করা হয়, সমাজবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকল্পগুলিকেও তেমনি পরীক্ষানিরীক্ষার দ্বারা যাচাই ক'রে গ্রহণ অথবা বর্জন করা সম্ভব হতে পারে। অধ্যাপক র‍্যাফেলকে অনুসরণ করে* এমন দুটি প্রকল্পের উল্লেখ করা গেল ঃ সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে কার্ল মার্ক্সের একটি প্রকল্প হল — 'উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত শ্রেণী-দ্বন্দ্বই সামাজিক পরিবর্তনের মূল কারণ'। তেমনি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি প্রকল্প হল — 'বহুদলীয় সরকার স্বল্পমেয়াদী হয়, দীর্ঘমেয়াদী হয় না'। বিজ্ঞানের প্রকল্পের মতো এসব প্রকল্পও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নানারকম সামাজিক বা রাজনৈতিক তথ্য সংগ্রহ করে গঠন করা হয় এবং সেসব প্রকল্পের মাধ্যমে সামাজিক বা রাজনৈতিক ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। প্রকৃতি-বিজ্ঞান বা জীববিজ্ঞানের প্রকল্পের মতো এসব প্রকল্পও **বস্তুনিষ্ঠ** (positive), পরীক্ষা-নিরীক্ষা নির্ভর।

তবে, রাফেল বলেন, সমাজবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকল্পগুলি সৎ প্রকল্প (good hypothesis) হলেও তারা কখনও প্রাকৃত-বিজ্ঞানের প্রকল্পের সমমানের হতে পারে না। যেমন, শ্রেণী-দ্বন্দ্বকে সামাজিক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ **শর্তরূপে** গ্রহণ করা গেলেও **সমগ্র কারণরূপে** গণ্য করা চলে না। তেমনি, বহুদলীয় শাসন-ব্যবস্থা মাত্রই যে অস্থায়ী বা স্বল্পমেয়াদী হবে—এমন বলার সপক্ষেও তেমন কোন জোরালো যুক্তি, সাক্ষ্য-প্রমাণ ইত্যাদি প্রদর্শন করা যায় না। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, **সমাজবিজ্ঞানী বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গি হল বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গি, কেননা বিজ্ঞানীর মতো তাঁরাও কতকগুলি প্রকল্প গঠন ক'রে সেইসব প্রকল্পের মাধ্যমে সামাজিক বা রাজনৈতিক ঘটনার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন।**

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে সমাজদর্শন (Social philosophy) ও রাষ্ট্রদর্শনের (political philosophy) স্বরূপ ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক জানা প্রয়োজন। **বিজ্ঞানের সঙ্গে যেমন দর্শনের সম্পর্ক, সমাজবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গেও তেমনি সমাজদর্শন বা রাষ্ট্রদর্শনের সম্পর্ক।** প্রত্যেক বিজ্ঞান বিশেষ বিশেষ তথ্য বা ঘটনা-পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করে কতকগুলি নিয়ম বা মতবাদ প্রবর্তন করে, এবং সেইসব মতবাদ বা নিয়মের মাধ্যমে পর্যবেক্ষিত তথ্য বা ঘটনার ব্যাখ্যা প্রদান করে। **কাজেই বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল, তথ্য বা ঘটনার ব্যাখ্যা প্রদান** (explanation)। **দর্শনের লক্ষ্য ঘটনার ব্যাখ্যা নয়, দর্শনের লক্ষ্য হল মতবাদের যৌক্তিকতা** (justification) **প্রদর্শন। বিজ্ঞান মতবাদের বা নিয়মের সত্যাসত্য বিচার করে, দর্শন মতবাদের মূল্যায়ন করে অর্থাৎ ভাল না মন্দ, উপযোগী না অনুপযোগী তা নির্ধারণ করে।** সাবেকী বা প্রচলিত অভিমত অনুসারে, বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল—বিজ্ঞান **বস্তুনিষ্ঠ** (positive)— ঘটনা যেভাবে ঘটে সেটাই বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। পক্ষান্তরে, দর্শন **আদর্শনিষ্ঠ** (normative)— কোন এক আদর্শের (norm) প্রেক্ষিতে মতবাদের বা তত্ত্বের আলোচনা করে। অধ্যাপক রাফেল শেষোক্ত এই পার্থক্যটিকে অস্বীকার করে বলেন, বাস্তবকে অস্বীকার করে যখন আদর্শের উল্লেখ করা যায় না তখন **দর্শনের বস্তুনিষ্ঠ দিকটিকেও সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা চলে না।** আদর্শের প্রেক্ষিতে যেমন তথ্য বা ঘটনার মূল্যায়ন (evaluation) হয়, তথ্য বা ঘটনার প্রেক্ষিতেও তেমনি আদর্শের মূল্যায়ন সম্ভব।

'সমাজদর্শন বা রাষ্ট্রদর্শন আসলে দর্শনেরই দুটি শাখা বা বিভাগ — সমাজ বা রাষ্ট্রের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনাই হল সমাজদর্শন বা রাষ্ট্রদর্শন।'[১] দর্শনের মতো সমাজদর্শন বা রাষ্ট্রদর্শনের দুটি মুখ্য কাজ হল ঃ (১) **বিশ্বাসের যৌক্তিকতা প্রদর্শন এবং তার মূল্যায়ন**, এবং (২) **প্রত্যয়ের অর্থ স্পষ্টীকরণ।** **প্রথম কাজটি** অপেক্ষাকৃতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। 'বিশ্বাসের যৌক্তিকতা বা মূল্যনির্ধারণ বলতে বিশ্বাসের সত্যতা বা

---

* Ibid. P.2.

১. 'Social and Political philosophy is of course a branch of philosophy; it is an application of philosophical thinking to ideas about society and the state.' Ibid. P.3.

মিথ্যাত্ব নির্ধারণকে বোঝানো হয় না, বোঝায় বিশ্বাসের ভাল-মন্দ নির্ধারণ, উপযোগিতা-অনুপযোগিতা নির্ধারণ, ন্যাযাতা-অন্যায্যতা নির্ধারণ। প্রচলিত বা সাবেকী কোন সামাজিক বিশ্বাসের (মতবাদের) সঙ্গে যখন নবাগত কোন বিশ্বাসের (বা মতবাদের) বিরোধ দেখা দেয় তখন সমাজদর্শন বা রাষ্ট্রদর্শনের কাজ হল বুদ্ধি-বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের পারস্পরিক ভাল-মন্দ, উপযোগিতা-অনুপযোগিতা বিচার করে তাদের একটি বিশ্বাসকে গ্রহণ করে অন্যটিকে বাতিল করা, অথবা দুটি বিশ্বাসকেই কিছুটা পরিমার্জন করে এক সমন্বিত ও উন্নত বিশ্বাসে উপনীত হওয়া। যেমন, বিভিন্ন দেশে নৈতিক (moral) ও রাজনৈতিক (political) ধ্যান-ধারণা ভিন্ন ভিন্ন হতে দেখে সমাজদর্শন বা রাষ্ট্রদর্শন সেইসব ভিন্ন ভিন্ন ধ্যান-ধারণার মধ্যে, বিচার-বিশ্লেষণ-পূর্বক, তাদের কোন একটি যথাযোগ্যরূপে গ্রহণ করে ; অথবা তাদের কয়েকটির পরিমার্জনপূর্বক সমন্বিত ক'রে এক ব্যাপকতর উন্নত ও অপেক্ষাকৃত উপযোগী ধারণাকে গ্রহণ করে।

দর্শনের মতো সমাজদর্শন বা রাষ্ট্রদর্শনও আদর্শনিষ্ঠ (normative), যেখানে 'ন্যায়ের' ও 'কল্যাণের' আদর্শের উল্লেখ ক'রে তারই প্রেক্ষিতে বাস্তব সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল্যায়ন করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'রিপাবলিক' (Republic—গণরাজ্য) গ্রন্থে প্লেটো (Plato) যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তার উল্লেখ করা যায়। 'রিপাবলিক' গ্রন্থে প্লেটো এক আদর্শ গণরাজ্যের চিত্র অঙ্কিত করে সেই আদর্শের মানদণ্ডে তৎকালীন গ্রীসের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল্যায়ন করেছেন। তবে আদর্শনিষ্ঠ দর্শনে বাস্তব দিকটিকে যেমন সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা যায় না, **আদর্শনিষ্ঠ সমাজদর্শন বা রাষ্ট্রদর্শনেও তেমনি বাস্তবদিকটিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা চলে না।** ' রিপাবলিক' গ্রন্থে প্লেটো যে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার চিত্র অঙ্কিত করেছেন, সেখানে তাঁর লক্ষ্য হল— সেই আদর্শের প্রেক্ষিতে তৎকালীন বাস্তব সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার দোষত্রুটি নির্দেশ করা। অর্থাৎ, প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে কেবল আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রের চিত্রই অঙ্কিত করেননি, উপরন্তু সেই আদর্শের বিচারে বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অসঙ্গতিরও উল্লেখ করেছেন এবং সেই সঙ্গে সেই আদর্শের যথাসম্ভব বস্তবায়িত করার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করেছেন। সার কথা হল **সমাজদর্শন বা রাষ্ট্রদর্শন মূলত আদর্শনিষ্ঠ হলেও সেখানে সমাজের বা রাষ্ট্রের বাস্তব দিকটি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয় না।**

দর্শনের মতো, সমাজদর্শন বা রাষ্ট্রদর্শনের **দ্বিতীয় লক্ষ্য হল, প্রত্যয়ের অর্থ স্পষ্টীকরণ।** 'জড়', 'মন', 'দেশ', 'কাল' প্রভৃতি অতিব্যাপক প্রত্যয়গুলি স্পষ্টার্থক নয় বলে তাদের কেন্দ্র করে দর্শনে নানা সমস্যা দেখা দেয় এবং সেইসব সমস্যা সমাধানের জন্য দর্শন ঐসব প্রত্যয়ের বিচার-বিশ্লেষণ-পূর্বক, সঠিক অর্থটি নির্ধারণ করতে চায়। একইভাবে, 'সমাজ', 'কর্তৃত্ব', 'স্বাধীনতা', 'গণতন্ত্র' প্রভৃতি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রত্যয়গুলি স্পষ্টার্থক নয় বলে সমাজদর্শনে ও রাষ্ট্রদর্শনে তাদের কেন্দ্র করে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। এইসব সমস্যা সমাধানের জন্য এদুটি দর্শনে ঐসব প্রত্যয়ের সঠিক অর্থ যে কী, তার নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়। সমাজদার্শনিক যখন 'সমাজের উল্লেখ করেন তখন প্রথমেই 'সমাজ' শব্দটির সঠিক অর্থ কী তা নির্ধারণ করতে প্রয়াসী হন; তেমনি রাষ্ট্রদার্শনিক যখন 'গণতন্ত্রে'র আলোচনা করেন তখন তাঁর লক্ষ্য হল, প্রত্যয়টির সঠিক অর্থ নির্ধারণ করা এবং সাবেকী প্রত্যয়টির উৎকর্ষসাধন করে তাকে যুগোপযোগী করা।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের পার্থক্য করা গেলেও, **সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। 'সমাজ' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করলে রাষ্ট্রকেও সমাজের অন্তর্গত একটি সংঘ বা প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করতে হয় এবং সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র সংক্রান্ত একাধিক আলোচনাকে সমাজসংক্রান্ত দার্শনিক আলোচনা থেকে ভিন্ন করা যায় না।** সমাজদর্শন এবং রাষ্ট্রদর্শন দর্শনেরই শাখা এবং দর্শনের শাখারূপে তাদের আলোচনা-পদ্ধতি ও লক্ষ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র হতে পারে না। রাজনৈতিক আলোচনাকে উপেক্ষা করে যেমন সমাজের আলোচনা সম্ভব নয়, তেমনি সামাজিক আলোচনাকে উপেক্ষা করে রাষ্ট্রের দার্শনিক আলোচনাও সম্ভব নয়।